লিপি | পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ২২ আগস্ট, ২০১৮
Port Blair, Wednesday, August 22, 2018
Arthik lipi, Page 3

কোনওরকম পূর্ব শর্ত ছাড়া আলোচনায় রাজি আর্টিস্ট ফোরাম

সময়মতো পারিশ্রমিক চাওয়াটা কি অন্যায় : প্রসেনজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার: চতুর্থ দিনেও দেখা গেল না আশার আলো। প্রযোজকদের সঙ্গে আর্টিস্ট ফোরামের বিবাদের জেরে চারদিন ধরে বন্ধ রইল মেগা সিরিয়ালের শ্যুটিং। মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে আর্টিস্ট ফোরামের বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের পর তারা জানিয়েছেন, কোনওরকম পূর্ব শর্ত ছাড়াই তারা আলোচনায় বসতে রাজি। প্রযোজকরা বললে তারা শ্যুটিংয়ে যেতেও রাজি বলে জানানো হয়েছে আর্টিস্ট ফোরামের তরফে। তবে প্রযোজকদের তরফে এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত অচলাবস্থা।

বকেয়া পারিশ্রমিকের দাবিতে ধর্মঘট শুরু হয়েছে টলিপাড়ায়। আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা ও প্রযোজকদের একাংশ সোমবার বৈঠক করেন। তবে সেখানেও কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। ফলে ধারাবাহিক সম্প্রচার প্রশ্নের মুখে পড়ে। আর্টিস্ট ফোরামের মূল অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে টেকনিশিয়ানদের ও অভিনেতাদের পারিশ্রমিকের

বকেয়া রয়েছে। তা মেটানো হচ্ছে না। তাদের আরও অভিযোগ, চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা প্রযোজক সংস্থাদের। কিন্তু বেশকিছু প্রোডাকশন হাউজ এই নিয়ম মানছে না। তবে টেকনিশিয়ানরা শ্যুটিংয়ে যেতে চান না, এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। প্রযোজকরা বললেই তারা শ্যুটিংয়ে যেতে রাজি বলে দাবি করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে আর্টিস্ট ফোরামের যে বৈঠক হয় তাতে অংশ নিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'বলা হচ্ছে যে, টেকনিশিয়ানরা কাজে যেতে চাইছে না। এতে মানুষের কাছে ভুল তথ্য যাচ্ছে। প্রযোজকরা কল টাইম দিলেই সেটে পৌঁছে যাবেন টেকনিশিয়ানরা। কাল বললে কালই কাজে যোগ দেবেন।' প্রযোজনা সংস্থাগুলিকে প্রসেনজিতের আবেদন, 'আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, শ্যুটিং যাতে শুরু হয় সেই ব্যবস্থা করুন।' টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, 'যদি কেউ ৫-৬ মাস ধরে কাজ করার পর পারিশ্রমিক না পান, তাহলে সেই টাকা চাওয়া কি অন্যায়?' তাঁর আরও বক্তব্য, '১৮ ঘণ্টা ধরে কাজ করেন আর্টিস্টরা। তার পরেও ৫-৬ মাস ধরে পারিশ্রমিক বকেয়া। আমাদের দেখতে হবে, যাতে তারা সময়মতো পারিশ্রমিক পান। তাদের দাবি অন্যায় নয়।' অবিলম্বে শ্যুটিং চালু করার পক্ষে অভিনেতা জিৎও। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ চান না শ্যুটিং বন্ধ হয়ে থাকুক। আমাদের কোনও একট রাস্তা বের করতেই হবে।' আর্টিস্ট ফোরামের তরফে অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আমরা কাজ করার জন্য তৈরি। শুধু আমরা বলছি, আর্টিস্টদের যে দাবি তা মেটাতে হবে। সময়ে পারিশ্রমিক দিতে হবে। কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এটা ভুল তথ্য।'

কেরল ও এনআরসি ইস্যুতে উত্তাল পুর অধিবেশন, প্রতিবাদে সভা বয়কট বামেদের

স্টাফ রিপোর্টার: কেরল ও এনআরসি ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন। প্রথমত, কেরালার বন্যায় মৃত মানুষদের প্রতি শোক প্রস্তাব জানাতে ও এনআরসি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে বাম কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেশ করার কথা জানায়। তবে সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। যেহেতু এই প্রস্তাব অধিবেশনে আলোচনা করা হয়নি এবং তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ে মঙ্গলবার পুরসভার মাসিক অধিবেশন বয়কট করেন বাম কাউন্সিলররা। এরপরেই হইচই পড়ে যায় পুরসভায়। বাম কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী এই প্রস্তাব আনতে চান। তবে তার এই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়ে বলেই অভিযোগ করেন তিনি। অসমে শাসক দলের প্রতিনিধিদের পাঠাতে পারছে কিন্তু পুরসভার অধিবেশনে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে না এটা কেমন ব্যাপার, এমনটাই অভিযোগ করছে বামেরা। বাম দলনেত্রী রত্না রায় মজুমদার জানান, অসমে এই নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে ভয়ঙ্কর মানসিকতা তৈরি হয়েছে মানুষদের। তাঁদের একটি ভয় ধরে গেছে যে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না তো! আমরা ভারতবাসী হিসাবে চাই, ওখানে যারা বাস করেন তাঁদের সবার নামই আসুক। অসমে যারা রয়েছে তারা অত্যন্ত ভয় রয়েছে। কিন্তু যেহেতু বাতিল হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাংসদের পাঠিয়েছিল কিন্তু তারা 'দ্বিচারিতা'য় রয়েছে। তাই আমরা আলোচনায় জানতে চেয়েছিলাম সত্যটা কি? আর কলকাতার বুকেও বহু মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাস করেন। সকলের নিরাপত্তার সম্প্রতির প্রশ্নে আমরা প্রস্তাবটা রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা অবাক হয়েছি যে, এই প্রস্তাব বাতিল হয়েছে। যদিও চেয়ারপার্সন মালা রায় এই বিষয়ে জানান, এটা পুরসভা সংক্রান্ত বিষয় নয়। বয়কট করতে গেলে একটা প্রস্তাব দিতে হয় সেটাই আমরা পাইনি।' অন্যদিকে পুরসভার বাম কাউন্সিলররা কেরালার বন্যায় দুর্গত মানুষদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের পাঠানোর প্রস্তাবও আনেন। তাঁদের একমাসের বেতন সেখানে পাঠাবেন, তবে সেই প্রস্তাবও মালা রায় গ্রহণ করেননি বলেই অভিযোগ বামেদের। এই গোটা বিষয় নিয়ে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একটি বাক্যে জানান, 'এটা ওনারাই ব্যাখ্যা করতে পারবেন'। অন্যদিকে, বিপজ্জনক বাড়ির অবস্থা নিয়ে অধিবেশনে প্রশ্ন রাখেন আরএসপি কাউন্সিলর দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, শহরের বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার এবং পুনর্বাসনের আইন প্রণয়ন হওয়ার পরেও শহরে যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলত প্রতিদিন, বিশেষত বর্ষার মরশুমে, শহরে বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ার এবং ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ ও পাওয়া যাচ্ছে। আইনটির সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সংশোধনের জন্য রাজ্য বিধানসভায়, রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও প্রস্তাব পাঠানোর পরিকল্পনা আছে কি? এই বিষয়ে উত্তর দিতে উঠে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, হ্যাঁ এটা সত্য যে শহরে বর্ষাতে বেশ কিছু বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ছে। তবে আমরাও ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে প্রায় ৬৫টি বাড়ির মালিক বা দখলদার তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের ব্যবস্থা করছে। অন্যান্য বাড়ির ক্ষেত্রে আমরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তবে কিছু ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষের ব্যাপার মনে হচ্ছে।' রাস্তার বিষয়ে মেয়র বলেন, বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে কথা বলে বৈঠক করা হয়েছিল। রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েগেছে।' এই মাসের অধিবেশনকে মরা অধিবেশন বলেও কটাক্ষ করেন বামেদের।

নিউটাউনকে গ্রিন এবং ক্লিন সিটি হিসাবে গড়ে তুলতে এল অত্যাধুনিক রোড সুইপিং মেশিন

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনকে গ্রিন সিটি, সোলার সিটি, স্মার্ট সিটি, হ্যাপি হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ক্লিন সিটি হিসাবেও গড়ে তোলার উদ্যোগ আগেই নিয়েছে হিডকো এবং এন কেডিএ (নিউটাউন কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি)। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে গ্রিন এবং ক্লিন সিটি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে এনকেডিএ কর্তৃপক্ষ। নিউটাউনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ৪টি রোড সুইপিং মেশিন আনা হয়েছিল। তবে সেগুলো ছিল ইন্ডিয়াতে তৈরি মেশিন। এবার সুদূর ইতালি থেকে অত্যাধুনিক রোড সুইপিং মেশিন

আনল এনকেডিএ। যার বাজারমূল্য দেড় কোটি টাকা। এই মেশিনের সাহায্যে শুধু নিউটাউনের রাস্তা পরিষ্কার রাখা নয়। পাশাপাশি ফুটপাত সহ রাঙ্গু স্তার ধারে লাগানো বড় বড় হোডিং এবং বড় বড় গাছে জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করা যাবে ইতালি থেকে নিয়ে আসা রোড সুইপিং মেশিনের মাধ্যমে। যেখানে সবুজের মধ্যে মানুষকে কীভাবে সুস্থ রাখা যায়, সেই উদ্যোগ নিয়েছে এনকেডিও।

হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশীষ সেন জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যকে গ্রিন এবং ক্লিন সিটি হিসাবে গড়ে তুলতে। নিউটাউনের জন্য আরও একটি অত্যাধুনিক রোড সুইপিং মেশিন আনা হল। যার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল।

তিনি আরও বলেন, নিউটাউনের বাসিন্দা এবং আগত মানুষ যাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন তার জন্য আমরা এই শহরে সবুজের সমারোহ গড়ে তুলেছি। তার সঙ্গেই দূষণ কমানোর জন্য আমরা এখানে সাইকেল ব্যবহারের দিকে জোর দিয়েছি। যে কারণে অ্যাপবেসড সাইকেল রাখা হয়েছে।

ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার: লেকটাউনে এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের হিন্দী বিভাগের শিক্ষক জয়প্রকাশ স্কুলের ছাত্রীদের যৌন নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে একদল পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল দুষ্কৃতী এসে তাদের ওপর চড়াও হয়। তারা ছাত্রীছাত্রী ও অভিভাবকদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপর ঘটনাস্থলে আসে লেকটাউন থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়।

রাজ্যের পাঁচ জায়গায় বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জনের পরিকল্পনা বিজেপির

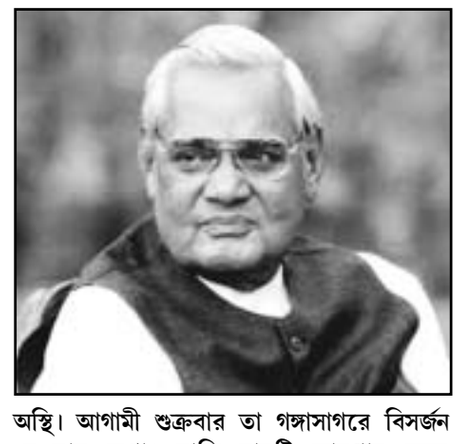

স্টাফ রিপোর্টার: শুধুমাত্র একটি জায়গাতেই রাজ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থিকলস যাত্রা সীমাবদ্ধ থাকছে না। রাজ্যের পাঁচটি জায়গায় বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জন করার পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল, রাজ্যে কেবলমাত্র গঙ্গাসাগরেই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অস্থি বিসর্জন করা হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চায়, এই অস্থিকলস যাত্রা রাজ্যে বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই কারণেই গঙ্গাসাগরের পাশাপাশি আরও চারটি জায়গায় বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জন করা হবে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, গঙ্গাসাগর ছাড়াও শিলিগুড়ি, ফারাক্কা, নবদ্বীপ ও ত্রিবেণীতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জন করা হবে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুর পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর চিতাভস্ম বিসর্জন করার পরিকল্পনা নেয় বিজেপি। এই রাজ্যেও সেই কর্মসূচি নেওয়া হয়। প্রথমে ঠিক হয়, এ রাজ্যে শুধুমাত্র গঙ্গাসাগরেই অটলবিহারী বাজপেয়ীর চিতাভস্ম ভাসানো হবে। তার জন্য দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গত রবিবারই কলকাতায় বাজপেয়ীর অস্থি আনার কথা ছিল। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে তা বিসর্জন করার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই সেই কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়। আজ বুধবার শহরে পৌঁছবে অটলবিহারী বাজপেয়ীর চিতাভস্ম। এর জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সব কিছু ঠিক থাকলে আজ সন্ধ্যায় শহরে এসে পৌঁছবে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অস্থি। আগামী শুক্রবার তা গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়ার কথা। বাকি চারটি জায়গায় কবে বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জন করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সভাপতি। তিন বারের প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তাও উচ্চতার শিখরে পৌঁছয়। তাই তাঁর অস্থি দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। তবে বেশিরভাগ রাজ্যেই একটি জায়গায় অটলবিহারী বাজপেয়ীর চিতাভস্ম বিসর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি নদিতেই অটলবিহারী বাজপেয়ীর অস্থি বিসর্জন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গেও একের অধিক জায়গায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর অস্থি বিসর্জনের পরিকল্পনা নিল বিজেপি।

শহরে একটি অনুষ্ঠানে লোকসভা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। ছবি : শ্যামল মৈত্র

মিলখার ছবি-বিতর্কে ক্ষুব্ধ পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার: কলেজ স্ট্রিটের এক বেসরকারি প্রকাশক তার পাঠ্যপুস্তকে মিলখা সিংয়ের বদলে ফারহান আখতারের ছবি ব্যবহার করেন। বইতে ব্যবহার হওয়া সেই ছবি ফারহান আখতারের নজরেও আসে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করেন। মঙ্গলবার মিলখার ছবি-বিতর্ক সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের পাঠক্রমে এরকম হয়নি। কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশক করেছেন। সমস্ত ঘটনা আমরা দেখব। আমাদের যদি কিছু করণীয় থাকে আমরা তো করবই। প্রকাশক বলেছেন, আমরা বই তুলে নিয়েছি। কিন্তু প্রকাশই বা করল কেন? আমরা ব্যাপারটা দেখব।' প্রকাশকের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কি না জিজ্ঞেস করা হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা কী বই ছাপিয়েছি। প্রকাশকের সঙ্গে বসার কিছু নেই। আগেই জানানো হয়েছিল বইটি বেসরকারি।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোটার ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার অন্তর্গত ২১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি উপলক্ষে এক পথ সভার আয়োজন করা হয়। এই পথ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান শান্তা সরকার,তৃণমূলের জেলা সভাপতি অমিত সাহা,জেলা তৃনমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় সহ অন্যান্যরা। আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থাকবেন। তৃণমূলের শক্তঘাঁটি রাজপুর-সোনারপুর থেকে সবচেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী যাতে ২৮ আগষ্ট তৃনমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় হাজির হন সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রোজভ্যালি কাণ্ডে প্রথম চার্জশিট জমা ইডির

স্টাফ রিপোর্টার: রোজভ্যালি কাণ্ডে জমা পড়ল প্রথম চার্জশিট। বিশেষ আদালতে জমা এই চার্জশিট ইডির তরফে জমা দেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরেই অন্যান্য চিটফান্ড কাণ্ড প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা, রোজভ্যালি সহ অন্যান্য নানা চিটফান্ড সংস্থার কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করে সিবিআই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও তদন্ত শুরু করে তাদের মতো করে। সেই তদন্তেই ইডি বিশেষ আদালতে রোজভ্যালি কাণ্ডে প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছে। সূত্রের খবর, চার্জশিটে রোজভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুর নাম রয়েছে। রোজভ্যালি ১৭,৫২০ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে বলে চার্জশিটে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারা এই রোজভ্যালি কাণ্ডে আগামী দিনেও তদন্ত চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ইডি। আরও তদন্ত করে এই চিটফান্ড কাণ্ডে ইডি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবে।